ভাবে লক্ষিত হয়েছে বলেই মনে হয়। এতদ্ব্যতীত ভট্ট, উদ্ভট্ট, ভট্ট লোল্লট, শ্রীশঙ্কুক প্রভৃতি আরও আলঙ্কারিক ছিলেন, যাঁরা ভরতমতের ব্যাখ্যাকার বলে স্বীকৃত। এঁদের ব্যাখ্যা পূর্ণাঙ্গ ছিল না। তবে প্রধান পার্থক্য যেটি দৃষ্টিগোচর হয় সেটি গূঢ় আধ্যাত্মিক বিষয়ে। ভরত আদৌ অধ্যাত্মপন্থী ছিলেন না এবং তিনি রস বলতে সাধারণভাবে "অ্যাপ্রিসিয়েশন" বা আনন্দোপলব্ধির প্রতিই ইঙ্গিত করেছিলেন, কিন্তু অন্যান্য স্বনামধন্য টীকাকারগণ রসকে ক্রমেই আধ্যাত্মিক পর্যায়ে নিয়ে গেছেন এবং শেষপর্যন্ত তা ব্রহ্মোপলব্ধির মধ্যে পর্যবসিত হয়েছে। অর্থাৎ, বাস্তববাদী ভরতের যে সব মতবাদ এঁদের মনোভাবের সঙ্গে মেলেনি সেখানেই এঁরা ব্যাখ্যার নাম করে স্বীয় চিন্তার প্রতিফলন করেছেন। ঠিক এইভাবেই তাণ্ডব সম্বন্ধে বহু চমকপ্রদ তথ্য নানা অথরিটি নানা গ্রন্থে ব্যক্ত করেছেন, যা ভরত আদৌ উত্থাপন করেননি, এমনকি ইঙ্গিতও করেননি। আজও তাণ্ডবের নামে শিবের নৃত্যকেই উপস্থাপিত করা হয় এবং তার উদ্ধতরূপটিকেই উচ্চভাবে আলোকিত করা হয়; অথচ ভরত যে একান্ত বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে তাণ্ডবের সমগ্র বিধি এবং ইতিবৃত্ত বিশ্লেষণ করে গেছেন তা অপ্রচারিত থেকে গেছে বললে অত্যুক্তি হয় না। অতএব ভরত তাণ্ডববিধি সম্বন্ধে যে "একসপারটাইজ" বা প্রয়োগবিজ্ঞান তাঁর গ্রন্থে সর্বজনবোধ্য সংস্কৃত ভাষায় লিপিবদ্ধ করে গেছেন, তাকে যথার্থ বলে অবলম্বন করাই হচ্ছে বিজ্ঞানসম্মত শ্রেষ্ঠ পন্থা।

গায়ত্রী চট্টোপাধ্যায়

করণ ও অঙ্গহার

শিল্পের বিভিন্ন শাখায় একটি সমতান বা হার্মনি আছে। নৃত্যকুশলা শিল্পী নিপুণ রচনাবর্তের কঠিন পরম্পরা রক্ষা করে সৃষ্টি করে একটি উপলব্ধির রূপময় প্রকাশ। কবি কবিতার শব্দ শরীরে ধ্বনির নূপুর পরিয়ে ছন্দের দোলায় একটি অলৌকিক ব্যঞ্জনা রচনা করে। চিত্রকর বা স্থপতি তাল, মান, অঙ্গুলি, লাইটসেড, পার্সপেকটিভ-এর সাহায্যে মূর্তি নির্মাণ করে সবশেষে ঘটায় তার এ্যানাটমির বন্ধনমুক্তি। সংগীতকার সংগীত শরীরের মেলডি বা রাগরূপ-এর আবেগবৃত্তের পরিধিকে অতিক্রম করে সৃজন করে সঙ্গতি, সমতানের রসরঞ্জনা।

নৃত্যকলায় সকল শিল্পের এই সমতান বিশেষভাবে দেখা যায়। এখানে শিল্পীর হস্তমুদ্রায় কবিতার চিত্রকল্প; দেহভঙ্গির বিচিত্র সংগীতে সিন্ধুতরঙ্গের হিল্লোল, গ্রীবাবিভঙ্গে লীলাবিলাস, গর্ব, আত্মনিবেদন; আঁখিপল্লবের উন্মোচন ও পাতনে প্রতিবিম্বিত প্রেম প্রতীক্ষা, সংশয়। ললিত ছন্দে শরীরী হয়ে ওঠে চিত্রকলা ও স্থাপত্যের সচল সুষম-ব্যঞ্জনা। কাব্য, সংগীত, নৃত্য ও ছন্দের বিশিষ্ট বিভঙ্গে লীলায়িত এক অনন্য রূপভাবনা।

এতগুলি নিরবয়ব ভাবনাকে একই দেহের বিচিত্র বিভঙ্গে শিল্পায়িত করার প্রধান উপকরণ এবং মাধ্যম হল করণ ও অঙ্গহার, যা অন্যান্য উপাদানগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধন করে তৈরী করে একটি স্বতন্ত্র ইউনিট। যার সাহায্যে শিল্প তার প্রার্থিত সিদ্ধি অর্জন করে।

করণের কাজ রূপসৃষ্টি, অঙ্গহারের কাজ লাবণ্য যোজনা। রূপকে যথোপযুক্ত ও যথাযথ মনোহর একটি সীমার মধ্যে এনে দেহভঙ্গিতে পরিমিতি সৃজন করে করণ। অর অঙ্গহার ঘটায় এর এ্যানাটমির বন্ধনমুক্তি, ভাবের ক্রিয়া ও ভঙ্গিতে আনে সংযম, আনে লাবণ্য, সমস্ত রূপসৃষ্টিকে রসমার্গে উদ্বোধিত করে এক অনুপম সৌন্দর্য ও আনন্দ লোকের সৃষ্টি করে। করণের বন্ধনে যে আঙ্গিক পদ্ধতির কঠোরতাটুকু দৃষ্টিগোচর হয়, অঙ্গহারের যোজনায় তা হয় লাবণ্যযুক্ত সুকুমার বন্ধন। করণ যেমন নিপুণ রচনাবর্তের জটিল আঙ্গিক পরম্পরা রক্ষা করে দেহভঙ্গিতে স্থাপত্যের রূপ সৃষ্টি করে, অঙ্গহার যেন সেই কারুবন্ধনে রসরঞ্জনা করে। তখনই মূর্তি হয়ে ওঠে প্রতিমা। রুচি যেমন রূপে দীপ্তি দেয়, অঙ্গহারও তেমনি ভাবে লাবণ্য ব্যঞ্জনা করে। করণ নৃত্যের দেহ, অঙ্গহার তার প্রাণ বা আত্মা।

সাহিত্যে একটি শব্দ প্রয়োগের তারতম্যে যেমন ভিন্ন অর্থের দ্যোতনা ঘটে, চিত্রকলায় একটি রং যেমন ব্যবহারের গুণে বিভিন্ন রঙের আভাস আনে, নৃত্য-কলায় অঙ্গহার তেমনই বিভিন্ন করণের সমাহারে যতি ও গতি সৃষ্টি করে শিল্প প্রতিমা নির্মাণ করে। করণে যা শুধুমাত্র পরিমিতি, অঙ্গহারের মধ্য দিয়ে এই পরিমিতি পরম ইতিতে উপনীত হয়।

এর প্রয়োগ ও ব্যবহার স্রষ্টার সৃজনশীল প্রতিভার উপর নির্ভর করে। নাট্যশাস্ত্রে ১০৮টি করণ ও ৩২টি অঙ্গহার-এর বর্ণনা আছে, কিন্তু ভরত একথাও বলেছেন যে দক্ষতা ও অধিকার অনুসারে স্রষ্টা অনন্ত করণের সৃষ্টি করতে পারেন।

নাট্যশাস্ত্রের টীকাকার অভিনবগুপ্তের এ সম্পর্কিত বিচার বিতর্কের সৃষ্টি করে সঠিক কারণেই। কারণ অভিনবগুপ্ত নিজে শিল্পী বা দ্রষ্টা ছিলেন না। তিনি মূলত তত্ত্বনির্ভর আলোচনা করে অনেকক্ষেত্রেই ভুল পথে গিয়েছেন। যেহেতু এটা প্রয়োগনির্ভর শিল্প সেহেতু সেই প্রযুক্তি বিদ্যা না জানার ফলেই এই ভ্রান্তি। 'হস্তপাদ সমাযোগো নৃত্যস্য করণং ভবেৎ'—নাট্যশাস্ত্রের শুধু এই উক্তিটুকু অবলম্বন করে এবং কিছু সাদৃশ্য লক্ষ্য করে অভিনবগুপ্ত করণ ও অঙ্গহার এর প্রভেদ সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করেছেন। অঙ্গহার-এর তিনি দুটি ব্যাখ্যা করেছেন, এ প্রসঙ্গে কে, এম, ভার্মা বলেছেন :

"Bharata says that angaharas are made of Karanas. But Abhinava explains this compound word, angahara in two ways. Firstly, he says that angahara is 'sending the limbs (of the body) from a given place to the other proper one.' Secondly, he gives the explanation, Hara means of 'Siva' i. e, the play of Siva which is to be done by limbs (of the body). In other words, the performance solely based on the movements of different limbs of the body as done by Siva i. e. the method in which Siva practises it, is angahara. Apparently the latter explanation is a fanciful one. It would appear to be so in view also of the fact that Siva himself, according to the account given by Bharata, uses the word, angahara."

স্বভাবতই এ ধরণের কাল্পনিক ব্যাখ্যা নৃত্যকলায় করণ ও অঙ্গহারের ভূমিকার যথার্থ মূল্যায়ণে দীর্ঘকাল বাধা সৃষ্টি করেছে।

নাট্যশাস্ত্র অনুযায়ী স্থিরহস্ত, পর্যস্তক, সূচীবিদ্ধ, অপরাজিত, বৈশাখরেচিত, পার্শ্বস্বস্তিক, ভ্রমর, আক্ষিপ্তক, পরিচ্ছিন্ন, মদবিলসিত, আলীঢ়, আচ্ছুরিত, পার্শ্বচ্ছেদ, অপসর্পিত, মত্তাক্রীড়, বিদ্যুদ্‌ভ্রান্ত এই ষোলটি অঙ্গহার সমসংখ্যক তালযুক্ত।

বিষ্কম্ভাপসৃত, মদস্খলিত, গতিমণ্ডল, অপবিদ্ধ, বিষ্কম্ভ, উদঘট্টিত, আক্ষিপ্ত-রেচিত, রেচিত, অর্ধ-নিকুট্টক, বৃশ্চিকাপসৃত, অলাত, পরাবৃত্ত, পরিবৃত্তরেচিত, উদবৃত্ত, সম্ভ্রান্ত, স্বস্তিকরেচিত—এই ষোলটি বিষম সংখ্যক তালযুক্ত।

এক্ষেত্রে মনে রাখা দরকার যে যেমন করণের ক্ষেত্রে প্রতিভা অনুযায়ী

রূপসৃষ্টির জন্য শিল্পীর অনন্ত করণ সৃষ্টির স্বাধীনতা আছে তেমনি করণসমূহের অনন্ত সংসৃষ্টি হেতু অঙ্গহারও অনন্ত। এ ক্ষেত্রেও শিল্পীর সেই স্বাধীনতা আছে। পরবর্তীকালে বিভিন্ন টীকাকার আরও কিছু করণ ও অঙ্গহারের উল্লেখ করেছেন, কিন্তু এই বত্রিশটিই প্রধান।

করণাবলীর গঠনশৈলীর বর্ণনা নাট্যশাস্ত্রে আছে, কিন্তু বিনিয়োগ নেই। বিভিন্ন নটসূত্র, টীকাকার ও আচার্যদের মতানুসারী বিনিয়োগ দেওয়া হল।

১। তলপুষ্পপুট

বিনিয়োগ: পুষ্পাঞ্জলিক্ষেপ ও লজ্জাতে।

২। বর্তিত

বিনিয়োগ: অসূয়া বাক্যার্থের অভিনয়ে উত্তান পতাক হস্ত থাকবে, রোষ বাক্যার্থের অভিনয়ে অধোমুখ ঘৃষ্টভাবে পতাক হস্ত করতে হবে।

৩। বলিতোরু

বিনিয়োগ: মুগ্ধা নায়িকা ও সরলা স্ত্রীলোকের লজ্জাজড়িত আবেগ প্রকাশে প্রযুক্ত হবে।

৪। সমনখ

বিনিয়োগ: মঞ্চে শিল্পীর প্রথম প্রবেশে প্রযুক্ত হবে।

৫। লীন

বিনিয়োগ: প্রিয় অভ্যর্থনায় প্রযুক্ত হয়।

৬। স্বস্তিকরেচিত

বিনিয়োগ: নৃত্যপ্রধান অভিনয়ে আনন্দাতিশয্য বোঝাতে প্রযুক্ত হয়।

৭। মণ্ডলস্বস্তিক

বিনিয়োগ: শিকার, অপমান অর্থদ্যোতক।

৮। নিকুট্টক

বিনিয়োগ: আত্মপ্রশংসাসূচক অভিনয়ে প্রযুক্ত হয়।

৯। অপবিদ্ধ

বিনিয়োগ: অসূয়া এবং ক্রোধ প্রকাশে এর প্রয়োগ।

১০। অর্ধনিকুট্টক

বিনিয়োগ: আত্মপ্রশংসা যেখানে প্রকাশে অপরিণত-এই ভাব প্রকাশে প্রযুক্ত হয়।

১১। কটিচ্ছিন্ন

বিনিয়োগ : ইহা বিস্ময় প্রকাশে প্রযুক্ত হয়।

১২। অর্ধরেচিত

বিনিয়োগ : পলায়ন ও সামঞ্জস্যহীন কর্মপ্রকাশে প্রযুক্ত হয়।

১৩। বক্ষস্বস্তিক

বিনিয়োগ : লজ্জাজনিত কিছু প্রকাশ করতে না পারার জন্য অনুতপ্ত অভিনয়ে প্রযুক্ত।

১৪। উন্মত্তক

বিনিয়োগ : অতি সৌভাগ্যাদি জনিত গর্ব প্রকাশে ইহা প্রযুক্ত হয়।

১৫। স্বস্তিক

বিনিয়োগ : অন্বেষণ, নিষেধ, উগ্রতা প্রভৃতি ভাবপ্রকাশে প্রযুক্ত হয়।

১৬। পৃষ্ঠস্বস্তিক

বিনিয়োগ : শত্রুসন্ধান, নিষেধ, প্রচণ্ডতা প্রভৃতি ভাবপ্রকাশে প্রযুক্ত হয় :

১৭। দিকস্বস্তিক

বিনিয়োগ : গীতকালীন অঙ্গভঙ্গির সমন্বয় প্রকাশে প্রযুক্ত হয়।

১৮। অলাত

বিনিয়োগ : ইহা ললিত নৃত্তে প্রযোজ্য।

১৯। কটিসম

বিনিয়োগ : ইহা বিঘ্ননাশের জন্য সূত্রধার কর্তৃক জর্জরের প্রতিষ্ঠায় প্রযুক্ত হয়।

২০। আক্ষিপ্তরেচিত

বিনিয়োগ : দান প্রতিগ্রহণ প্রকাশে প্রযুক্ত হয়।

২১। বিক্ষিপ্তাক্ষিপ্তক

বিনিয়োগ : গমন, আগমন সূচিত করার জন্য ইহা প্রযুক্ত হয়।

২২। অর্ধস্বস্তিক

বিনিয়োগ : শোভাসম্পাদক নৃত্যে এর বিনিয়োগ।

২৩। অঞ্চিত

বিনিয়োগ : সম্মুখস্ত বিষয়ে কৌতুক প্রদর্শন বুঝাইতে ইহা প্রযুক্ত হয়।

২৪। ভুজঙ্গত্রাসিত

বিনিয়োগ : ত্রাস বুঝাইতে প্রযুক্ত হয়।

২৫। ঊর্ধ্বজানু

বিনিয়োগ : ললিত নৃত্যে প্রযুক্ত হয়।

২৬। নিকুঞ্চিত

বিনিয়োগ : ঔৎসুক্য, আকাশগমনোন্মুখ, বিতর্ক, প্রণিধান প্রভৃতি ভাব-প্রকাশে প্রযুক্ত হয়।

২৭। মত্তলি

বিনিয়োগ : মত্ততা প্রকাশে প্রযুক্ত হয়।

২৮। অর্ধমত্তলি

বিনিয়োগ : স্খলিত চরণ অল্প মত্ততা প্রকাশে প্রযুক্ত হয়।

২৯। রেচিত-নিকুট্টিত

বিনিয়োগ : গমনাগমন সূচিত করবে।

৩০। পাদাপবিদ্ধ

বিনিয়োগ : কর্ষণ, ভূমিজ বস্তু বোঝাতে প্রযুক্ত হয়।

৩১। বলিত

বিনিয়োগ : আকাঙ্ক্ষাযুক্ত অবলোকন ও ললিত নৃত্যে প্রযুক্ত।

৩২। ঘূর্ণিত

বিনিয়োগ : শুদ্ধনৃত্যে প্রযুক্ত।

৩৩। ললিত

বিনিয়োগ : বিলাসযুক্ত নৃত্যে প্রযুক্ত।

৩৪। দণ্ডপক্ষ

বিনিয়োগ : নৃত্যে প্রযুক্ত।

৩৫। ভুজঙ্গত্রস্তরেচিত

বিনিয়োগ : সর্পভয়ে এর সূচনা করা হয় এবং নরসিংহকর্তৃক দৈত্য-বধের বিবরণেও এটি প্রযোজ্য।

৩৬। নূপুর

বিনিয়োগ—নৃত্যে প্রযুক্ত।

৩৭। বৈশাখরেচিত

বিনিয়োগ : ধনুতে জ্যা-রোপণ, অশ্বারোহণ, ব্যায়াম, নির্গমন প্রভৃতি ক্ষেত্রে এর ব্যবহার।

৩৮। ভ্রমর

বিনিয়োগ : উদ্ধত গতিতে প্রযোজ্য।

৩৯। চতুর

বিনিয়োগ : বিস্ময়, অসূয়া ও বিদূষকের ক্রিয়ার প্রযুক্ত হয়।

৪০। ভুজঙ্গাঞ্চিত

বিনিয়োগ : সর্পিল গতি বোঝাতে প্রযুক্ত হয়।

৪১। দণ্ডকরেচিত

বিনিয়োগ : এটি প্রমোদ নৃত্যে প্রযুক্ত, অনেকে উদ্ধত গতিতে এর প্রয়োগ বিধান করেছেন।

৪২। বৃশ্চিককুট্টিত

বিনিয়োগ : বিস্ময়, ব্যোমযান, ও ইচ্ছা প্রভৃতি প্রকাশে এটি প্রযুক্ত হয়।

৪৩। কটিভ্রান্ত

বিনিয়োগ : তালের মাঝে মাঝে যতিপূরণে ও ইতস্ততঃ পাদচারণায় প্রযুক্ত হয়।

৪৪। লতাবৃশ্চিক

বিনিয়োগ : আকাশ উল্লম্ফনে প্রযুক্ত।

৪৫। ছিন্ন

বিনিয়োগ : তাল দেওয়া ও অঙ্গ প্রতিসারণে প্রযুক্ত হয়।

৪৬। বৃশ্চিকরেচিত

বিনিয়োগ : আকাশগমন বোঝাতে প্রযুক্ত হয়।

৪৭। বৃশ্চিক

বিনিয়োগ : ঐরাবত, ব্যোমযান বোঝাতে প্রযুক্ত।

৪৮। ব্যাংসিত

বিনিয়োগ : অঞ্জনপুত্র (হনুমান) এবং মহামানবগণের পরিক্রমণ বোঝাতে প্রযোজ্য।

৪৯। পার্শ্বনিকুট্টিত

বিনিয়োগ : বার বার প্রদর্শন ও গতি বোঝাতে প্রযুক্ত হয়।

৫০। ললাটতিলক

বিনিয়োগ : বিদ্যাধরের গতিতে প্রযোজ্য।

৫১। ক্রান্ত

বিনিয়োগ : উদ্ধত পাদাচারে প্রযুক্ত।

৫২। কুঞ্চিত

বিনিয়োগ : অতীব আনন্দিত দেবতার অভিনয়ে প্রযুক্ত হয়।

৫৩। চক্রমণ্ডল

বিনিয়োগ : দেবপূজা ও উদ্ধতগতিতে প্রযুক্ত।

৫৪। উরোমণ্ডল

বিনিয়োগ : এটি শিবের প্রিয় নৃত্যভঙ্গী।

৫৫। আক্ষিপ্ত

বিনিয়োগ : বিদূষকের গতিতে প্রযুক্ত।

৫৬। তলবিলসিত

বিনিয়োগ : সূত্রধার প্রভৃতির অভিনয়ে এটি প্রযুক্ত হয়।

৫৭। অর্গল

বিনিয়োগ : অঙ্গদ প্রভৃতি বোঝাতে প্রয়োগ হয়।

৫৮। বিক্ষিপ্ত

বিনিয়োগ : উদ্ধতগতির অভিনয়ে প্রযুক্ত।

৫৯। আবর্ত্ত

বিনিয়োগ : সভয় গতিতে প্রযুক্ত।

৬০। ডোলাপাদ

বিনিয়োগ : শুদ্ধ নৃত্তে প্রযুক্ত।

৬১। বিবৃত্ত

বিনিয়োগ : উদ্ধত গতিতে প্রযুক্ত হয়।

৬২। বিনিবৃত্ত

বিনিয়োগ : ইহা উদ্ধত গতিতে প্রযুক্ত।

৬৩। পার্শ্বক্রান্ত

বিনিয়োগ : ভীমসেন প্রভৃতির ভীষণগতি বুঝাইতে প্রযুক্ত হয়

৬৪। নিস্তম্ভিত

বিনিয়োগ : শিবের অভিনয়ে এটি প্রযুক্ত হয়।

৬৫। বিদ্যুৎভ্রান্ত

বিনিয়োগ : উদ্ধত গতিতে প্রযোজ্য।

৬৬। অতিক্রান্ত

বিনিয়োগ : অহমিকা বোঝাতে প্রযুক্ত হয়।

৬৭। বিবর্তিত

বিনিয়োগ : শোভাসম্পাদক নৃত্যে প্রযুক্ত।

৬৮। গজক্রীড়িতক

বিনিয়োগ : মন্থর গতি বোঝাতে প্রযুক্ত হয়।

৬৯। তলসংস্ফোটিত

বিনিয়োগ : ভূতলে পতিত সম্মুখস্থ বস্তু বোঝাতে প্রযুক্ত হয়

৭০। গরুড়প্লুতক

বিনিয়োগ : আত্মপ্রশংসা বোঝাতে প্রযোজ্য।

৭১। গণ্ডসূচী

বিনিয়োগ : গণ্ডের অলঙ্করণ অভিনয়ে প্রযুক্ত।

৭২। পরিবৃত্ত

বিনিয়োগ : অসীম, অনন্ত অর্থ প্রকাশক।

৭৩। পার্শ্বজানু

বিনিয়োগ : যুদ্ধ ও সম্মুখ সমর বোঝাতে প্রযুক্ত হয়।

৭৪। গৃধ্রাবলীনক

বিনিয়োগ : বৃহৎ পক্ষীর যুদ্ধে প্রযুক্ত হয়।

৭৫। সন্নত

বিনিয়োগ : অধমলোকের অপসারণ অভিনয়ে প্রযুক্ত।

৭৬। সূচী

বিনিয়োগ : বিস্ময় প্রকাশে প্রযুক্ত হয়।

৭৭। অর্দ্ধসূচী

বিনিয়োগ : অল্প বিস্ময় বোঝাতে প্রযুক্ত হয়।

৭৮। সূচীবিদ্ধ

বিনিয়োগ : চিন্তা প্রভৃতি বোঝাতে প্রযুক্ত হয়।

৭৯। অপক্রান্ত

বিনিয়োগ : শোভাসম্পাদক নৃত্তে এর প্রয়োগ।

৮০। ময়ূরললিত

বিনিয়োগ : ললিত নৃত্যে প্রযুক্ত হয়।

করণের কয়েকটি রেখাচিত্র

রেচক নিকুট্টিত

উরবৃত্ত

ময়ূরললিত

৮১। সর্পিত

বিনিয়োগ: মত্ত ব্যক্তির নিকটে আগমন এবং দূর গমনে প্রযুক্ত হয়।

৮২। দণ্ডপাদ

বিনিয়োগ: সদর্প গতিতে প্রযোজ্য।

৮৩। হরিণপ্লুত

বিনিয়োগ: মৃগগতি বোঝাতে প্রযুক্ত।

৮৪। প্রেঙ্খলিত

বিনিয়োগ: উদ্ধত গতিতে প্রযোজ্য।

৮৫। নিতম্ব

বিনিয়োগ: অঙ্গসৌষ্ঠব প্রকাশে প্রযুক্ত হয়।

৮৬। স্খলিত

বিনিয়োগ: শৈথিল্য প্রকাশে প্রযোজ্য।

৮৭। করিহস্ত

বিনিয়োগ: দধি, চন্দন প্রভৃতি মঙ্গলদ্রব্যাদির স্পর্শ বোঝাতে প্রযোজ্য।

৮৮। প্রসর্পিত

বিনিয়োগ: আকাশচারীর সঞ্চরণে প্রযুক্ত।

৮৯। সিংহবিক্রীড়িত

বিনিয়োগ: ভয়ঙ্কর গতিতে প্রযুক্ত হয়।

৯০। সিংহাকর্ষিত

বিনিয়োগ: সিংহের অভিনয়ে প্রযুক্ত হয়।

৯১। উদ্‌বৃত্ত

বিনিয়োগ: ক্ষোভ প্রকাশে প্রযুক্ত হয়।

৯২। উপসৃত

বিনিয়োগ: সবিনয় অভিগমনে প্রযুক্ত হয়।

৯৩। তলসংঘট্টিত

বিনিয়োগ: অনুকম্পা বোঝাতে প্রযুক্ত হয়।

৯৪। জনিত

বিনিয়োগ: কার্য্যারম্ভে প্রযুক্ত হয়।

৯৫। অবহিত্থক

বিনিয়োগ: চিন্তা, দুর্বলতা প্রভৃতি বোঝাতে প্রযুক্ত হয়।

৯৬। নিবেশ

বিনিয়োগ : গজারোহণের অভিনয়ে প্রযুক্ত।

৯৭। এড়কাক্রীড়িত

বিনিয়োগ : ইতর প্রাণীর গতি বোঝাতে প্রযুক্ত হয়।

৯৮। উরুদ্‌বৃত্ত

বিনিয়োগ : ঈর্ষা, প্রার্থনা, প্রণয়জনিত ক্রোধ প্রকাশে প্রযুক্ত হয়

৯৯। মদস্খলিতক

বিনিয়োগ : মধ্যম শ্রেণীর মত্ততা বোঝাতে প্রযুক্ত হয়।

১০০। বিষ্ণুক্রান্ত

বিনিয়োগ : বিষ্ণুর পদক্ষেপে প্রযুক্ত।

১০১। সম্ভ্রান্ত

বিনিয়োগ : ব্যস্ততাপূর্ণ গতি বোঝাতে প্রযুক্ত হয়।

১০২। বিষ্কম্ভ

বিনিয়োগ : অহমিকা প্রকাশে প্রযোজ্য।

১০৩। উদ্‌ঘট্টিত

বিনিয়োগ : হর্ষ প্রকাশে ইহা প্রযুক্ত।

১০৪। বৃষভক্রীড়িত

বিনিয়োগ : কৌতুক প্রকাশে প্রযোজ্য।

১০৫। লোলিত

বিনিয়োগ : বিলাসযুক্ত নৃত্যে প্রযুক্ত হয়।

১০৬। নাগাপসর্পিত

বিনিয়োগ : অল্পমত্ততার অভিনয়ে প্রযুক্ত হয়।

১০৭। শকটাস্য

বিনিয়োগ : বালক্রীড়ার অভিনয়ে প্রযুক্ত হয়।

১০৮। গঙ্গাবতরণ

বিনিয়োগ : গঙ্গার মর্ত্যে অবতরণ বোঝাতে প্রযুক্ত হয়।